সংবাদ ৫০

তারিখ ... 2 3 AUG 1996
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ

যেমনটি আশংকা করা হচ্ছিল, তা-ই ঘটলো গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রদলের ডাকা ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ঐ সংগঠনের কর্মীরা। ছাত্রলীগের কর্মীদের সঙ্গেও তাদের গুলিবিনিময় হয়। ছাত্রদলের সভাপতির মাথায় পুলিশের টিয়ার গ্যাসের শেলের আঘাত লেগেছে। পুলিশের প্রতি গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বিবৃতি দিয়েছেন। পত্রপত্রিকায়ও এরকম রিপোর্ট বেরিয়েছে। পুলিশ কয়েকটি হলে ঢুকে তল্লাশি চালায়। কিছু অস্ত্র ও বোমা উদ্ধার এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। একটি হলের প্রভোস্ট কক্ষে আগুন দেয়া হয়েছে। দু'জন প্রভোস্ট পদত্যাগ করেছেন। তিনদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ স্থগিত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং হলগুলোয় শিক্ষার পরিবেশ ও শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার প্রাথমিক দায়িত্ব যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, একথা সবাই যেন ভুলে গেছেন। সরকারও বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্বরিদ্যালয় প্রাঙ্গণ নতুন করে জ্বলে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও হল দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে। হলগুলোকে বিভিন্ন সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীদের কবল থেকে মুক্ত করার জোরালো কোন উদ্যোগ সরকার নেননি। নতুন সরকার প্রধানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই মানুষ দল নির্বিশেষে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান আশা করছে।

বিবদমান দু'টি ছাত্র সংগঠনের নেতাদের মধ্যে একটি মধ্যস্থতা হয়েছিল বলে জানা যায়। মধ্যস্থতা ভেঙে যেতেও সময় লাগেনি। এ ধরনের ঘটনা এ নিয়ে বহুবার ঘটলো। কেউ কেউ বলেন, ছাত্র সংগঠনের 'ক্যাডার'রা নেতাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। সেজন্যই নাকি যে কোন ধরনের ঘটনা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে মোড় নেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শিক্ষাঙ্গনে শান্তি বজায় রাখার জন্য সকল ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দমন করার রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও সরকার কেন তাদের ব্যাপারে কঠোর ও কার্যকর মনোভাব প্রদর্শন করছেন না। সন্ত্রাস দমনকে এক নম্বর করণীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমন তো প্রথমেই স্থান পাওয়ার কথা। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান হলে দেখা যায় ক্যাম্পাসের অস্ত্রধারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। হলে হলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও দেখা যায় সরকার নীরব। পুরনো দিনের এই ঐতিহ্য পরিহার করতে হবে।

বিগত সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের প্রতাপ যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পরিস্থিতি অনুকূলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের যে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছিল, বর্তমান সরকারের আমলে তেমনটি যাতে না হয় তার জন্য শুরু থেকেই সরকারকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় আন্তরিক ও কঠোর হতে হবে। দলীয় বিবেচনা ঝেড়ে ফেলে সকল ক্যাম্পাসকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে জোর পদক্ষেপ গ্রহণই তার নিশ্চয়তা দিতে পারে।